পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

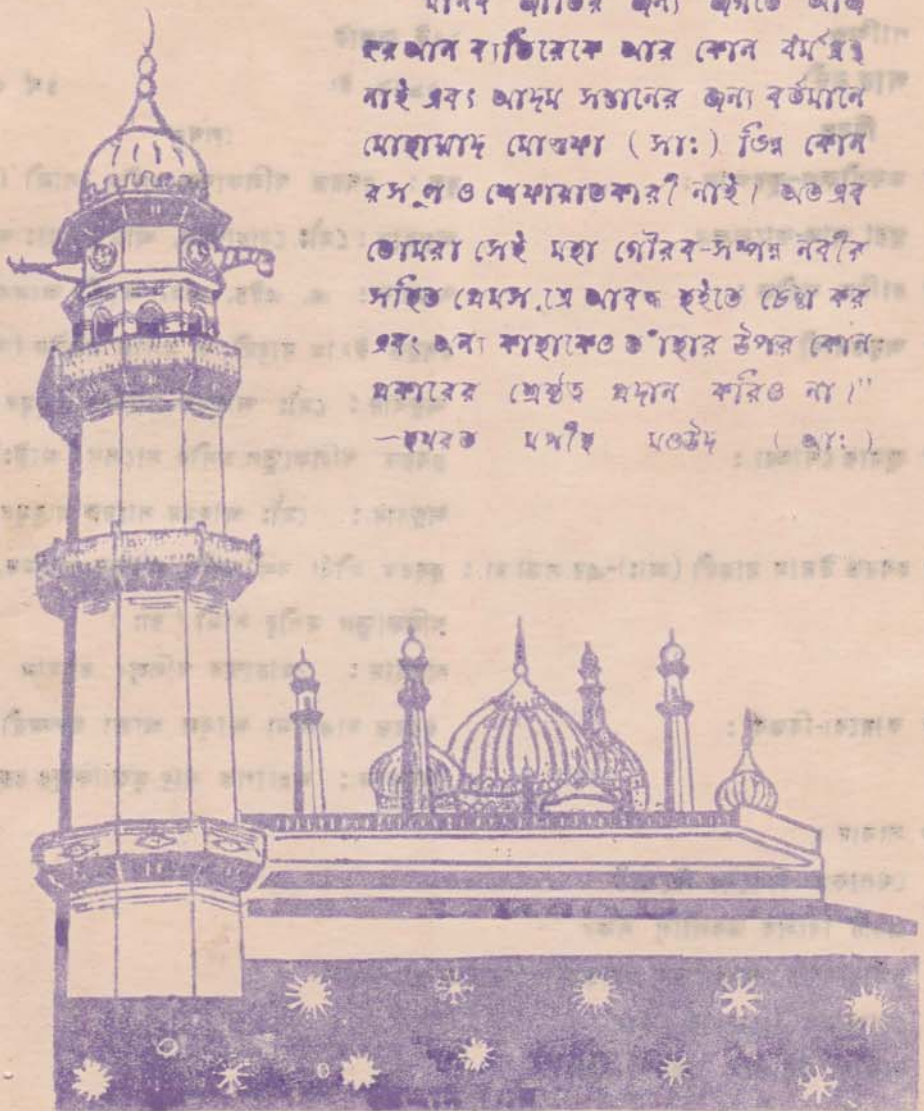

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্য্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই জুলাই, ১৯৭৯ ইং : ১৯শে শাবান, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ...ই পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ১৫ই জুলাই ৩৫শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
• তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
• হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
• অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
• জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
○ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৫
○ কায়রো-বিতর্ক :	হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৮
○ সংবাদ :		২০
খেলাফত দিবসের রিপোর্ট		
একটি বিশেষ তবলীগি সফর		
দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা		
মোয়াল্লেম রিফ্রেসার কোর্স		
ঢাকায় ইয়াওমে ওয়ালেদাইন		
○ জরুরী সার্কুলার		২২
○ তালিমী পরীক্ষার ফল		২৪
○ ২৭শে মে : স্মৃতি-দর্পন (কবিতা)	চৌধুরী আব্দুল মতিন	২৬
○ রমজান মোবারক সম্বন্ধে সার্কুলার		২৭
○ 'কায়েদ সম্মেলন'		২৮

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই জুলাই, ১৯৭৯ইং : ১৫ই ওফা, ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরে কবীর'—

সুরা আল-কাফেরুন

—(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

ভূমিকা

সুরা কাফেরুন মক্কী সুরা। ইবনে মসউদ (রাঃ), হাসান এবং আকরামা বলিয়াছেন যে, এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা ও যোহহাক এবং ইবনে যোবায়র ইহাকে মদনী বলিয়াছেন।

ইবনে উমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে আঁ-হযরত (সাঃ) এই সুরা ফজরের নামাযের মধ্যে ২৪ বার পাঠ করিতেন। মসনদে আহমদ, তিরমিযি, নিসাঈ, ইবনে মাজা এবং অন্যান্য পুস্তকেও এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন, ২৪ এর অর্থ অনেকবার। তিনি বলিয়াছেন এই হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণ হয় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) যেমন ফজরের নামাযের মধ্যে বড় বড় সুরা পাঠ করিতেন তেমনি তিনি ছোট ছোট সুরাও পাঠ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—সুরা কাফেরুণ এবং সুরা এখলাস।

মসনদে হাকেম পুস্তকে ইবনে কায়াব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) প্রায়ই বেতেরের নামাযে প্রথম রেকা'তে سبح اسم ربك الأعلى দ্বিতীয় রেকা'তে সুরা কাফেরুন এবং তৃতীয় রেকা'তে সুরা এখলাস পাঠ করিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, সুরা এখলাস পবিত্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং সুরা কাফেরুন উহার এক-চতুর্থাংশের সমান এবং তিনি ফজরের নামাযের মধ্যে এই দুই সুরা একাধিক-বার আবৃত্তি করিতেন। এই বর্ণনা তীবরানীও তাঁহার পুস্তক আলআওসাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদিসেরও এই অর্থ নহে যে, সুরা এখলাস প্রকৃতই পবিত্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ অথবা সুরা কাফেরুন উহার এক-চতুর্থাংশ। ইহা হইলে পাবত্র কুরআনের বাকী অংশ নাযেল হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহার তাৎপর্য এই যে, সত্য মূলের দিক দিয়া অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যেমন—মযহবের সার সংগ্রহ করিলে দুইটি বস্তু দেখা যায়। যথা (১) আল্লাহতায়ালার সহিত প্রেম এবং (২) বান্দাগণের সহিত প্রীতি। পবিত্র কুরআন এবং হাদীস পাঠে এই বিষয়ই ধর্মের সার বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়। এখন যদি কেহ বলে যে ধর্মের অর্ধেক হইল বান্দাগণের সাহত প্রীতি, তাহা হইলে ইহার এ অর্থ হইবে না যে, অতঃপর এ সম্পর্কে ধর্মের অর্ধেক জানার ও মানার প্রয়োজন নাই এবং এ কথা বলিলে যে খোদাতায়ালার প্রতি প্রেম বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইহা বলা সঠিক হইবে না যে, অতঃপর ধর্মের বাকী অর্ধেক এতটুকুতেই শেষ হইয়া গেল এবং ইহার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। সুরা এখলাসকে কুরআন করীমের এক-তৃতীয়াংশ এবং সুরা কাফেরুনকে এক-চতুর্থাংশ বলার তাৎপর্য এই যে, এই সুরা-দ্বয়ের মর্ম অত্যন্ত গভীর এবং উহা উপলব্ধি করিতে পারিলে ধর্মের বহু জটিল বিষয় বুঝা সহজ হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—সুরা এখলাসে তৌহীদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ তৌহীদ ধর্মের প্রাণস্বরূপ। যদি কোন ব্যক্তি তৌহীদ সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ধর্মের বহু বিষয় তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

এইরূপ ব্যক্তির প্রকৃতি তাহাকে ধর্মের বহু জটিল সমস্যার সমাধানের দিকে পথ প্রদর্শন করে। বস্তুত যাঁহার মস্তিষ্ক তৌহীদ সম্বন্ধে যত বেশী সচেতন এবং তৌহীদের জ্ঞান যাঁহার যত বেশী নির্মল ও নিষ্কলুষ, তাঁহার নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগতের জটিল হইতে জটিলতর বিষয়াবলী তত বেশী প্রাঞ্জল ও উজ্জ্বল। এ রাজ্যে বাহ্যিক জ্ঞানের, উহা যত বড়ই হউক, প্রবেশাধিকার নাই। তৌহীদের পূর্ণ আলোকে সমুজ্জ্বল নিরক্ষর মস্তিষ্ক জগতের সেরা মস্তিষ্ক।

অনুরূপভাবে সুরা কাফেরুনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে ঈমানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকা ঈমান আনা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। সত্যকে না মানার জন্য জগতের যত অপকার হইয়াছে, সত্যমানার পর উহাতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ না থাকার জন্য তাহা অপেক্ষা জগতের কম ক্ষতি হয় নাই।

ইসলাম আসিল। লোকেরা ইহাকে কবুল করিল। খোদাতায়ালা ইহার শক্তি ও সৌর্যের বিকাশ করিলেন। ইহা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিল। যদিও দুনিয়ার অর্ধাংশেরও বেশী লোক ইহাকে এখনও কবুল করে নাই, তথাপি ইহা সারা জগতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। বাহ্যতঃ ইহাকে দুর্বল করার জন্য কোন কিছু বাকী না থাকিলেও ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী সংকুচিত হইয়া আকাশে উঠিয়া গেল। এরূপ কেন হইল। ইহা এজন্য নহে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম ইসলামকে কোন পরাজয় দিয়াছে, ইহা এজন্য নহে যে বৌদ্ধ ধর্ম ইসলামকে কোন পরাজয় দিয়াছে, অথবা এজন্য নহে যে হিন্দু ধর্ম ইসলামকে পরাজয়

দিয়াছে ; বরং এরূপ হইবার একমাত্র কারণ হইল, মুসলমানগণ ইসলামে কায়েম থাকায় গালফতি করিল এবং ইহাকে এক পুরাতন পোষাক বলিয়া খুলিয়া ফেলাইয়া দিল। যদি মুসলমানগণ ইসলামে কায়েম থাকিত, তাহা হইলে আজ সারা দুনিয়া মুসলমান হইয়া যাইত এবং এখন মুসলমানদের যে অসহায় অবস্থা দৃষ্টি গোচর হইতেছে উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে প্রাধান্য ও শক্তিতে অধিষ্ঠিত দেখা যাইত। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ) যে এই সুরাকে কুরআন করীমের এক-চতুর্থাংশ বলিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়াছেন। সত্য কথা এই যে, তিনি যদি এই সুরাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন, তাহা হইলেও ঠিক হইত।

মসনদে ইমাম হাম্বল সনদে আবু দাউদ এবং সুনানে তিরমিযি এবং সুনানে নিসাইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন নওফেল বিন মারিয়াতুন আশজায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বলিলেন, "আপনি আমাকে এমন কথা শিখাইয়া দিন, যাহা আমি বিছানায় শয়ন করা অবস্থায় পাঠ করিতে পারি"। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "সুরা কাফেরুন পড় এবং ইহার শেষাংশ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া যাও। কারণ ইহার মধ্যে শেরকের প্রতি বিরাগের যিকর আছে।" এই হাদীস উপরিবর্ণিত কথার সমর্থন করে। মোমেনের পাকা সংকল্প যে সে কখনও অবধৈকে কবুল করিবে না, এবং যাহাই ঘটুক না কেন, সে সত্যকে কোন অবস্থায় ছাড়িবে না, তাহার মধ্যে এক আশ্চর্যজনক শক্তি সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহার পরিবর্তে যদি লোকগণ এই সংকল্প করে যে, তাহারা তাহাদের পুরাতন মত এবং তাহাদের বাপ-দাদার মত পরিত্যাগ করিবে না, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস ও বিনাস অনিবার্য। এই হাদীসে আরও প্রমাণ করে যে, মানুষ যে মত পোষণ করে উহা দৃঢ়ভাবে তাহার মস্তিস্কে গ্রোথিত হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সত্যটি ইসলাম সর্বপ্রথম ঘোষণা করিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানগণই এই সূক্ষ্ম সত্যটি ভুলিয়া গিয়াছে। মানুষের মস্তিষ্ক কেবল তখনই কোন বিবেচনা করে না, যখন কোন কথা তাহার কর্ণে প্রথম প্রথম প্রবেশ করে। বরং অবসর সময়ে সে বুদ্ধি দ্বারা উহাকে লালন পালন করে। এই জন্য ইসলামী শরীয়ত সন্তানের জন্মের সময়ে তাহার ডাহিন কর্ণে আযান ও বাম কর্ণে একামত বলিবার আদেশ দিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমরা আপন আপন পার্থিব কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শয্যায় শয়ন কর, তখন তোমাদের মন হইতে সকল চিন্তা দূর করিয়া কিছু দোওয়া পাঠ কর এবং উহার মর্ম চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়। ইহার মধ্যে তিনি সেই হিকমতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, রাত্রিকালে যখন মানুষের মস্তিস্ক অবসর প্রাপ্ত হয় তখন সে সারা দিনের কথা স্মরণ করে এবং এই জন্য কোন কোন সময়ে দিবসের ঘটনাগুলির সম্বন্ধে সে স্বপ্ন দেখে কিংবা দিনের বেলা সে যে সব দৃশ্য দেখিয়াছিল, সেই গুলি সে স্বপ্নে দেখে। মানুষ যদি শয়ন করিবার সময় উচ্চাঙ্গের দোওয়া এবং তসবীহ ও তমহীদের কলেমাগুলি পাঠ করে এবং উহাদের মর্ম চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘুমেরও মধ্যে তাহার মস্তিস্কে ঐ সকল কথা ঘুরিতে

থাকিবে। পরিণামে দীর্ঘকাল যাবৎ এই সকল চিন্তা মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চরণ করার ফলে অন্তরের মধ্যে উহাদের শিকড় গাড়িয়া যাইবে এবং বিষয়গুলি দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে কায়েম হইয়া যাইবে। তখন ঐ সকল চিন্তাকে সহজে মন হইতে অপসরণ করা যাইবে। এত দ্বারা মানুষের ঈমান মজবুত হইয়া যাইবে এবং উহাতে অটল থাকার তাহার সৌভাগ্য লাভ হইবে।

তাবরানী এবং আবু ইয়ালী হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "আমি কি তোমাদিগকে এমন কথা শুনাইব না, যাহা তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালার সহিত শরীক করা হইতে পূর্ণভাবে বাঁচায়? সে কথা এই যে, শুইবার সময়ে তোমরা সুরা কাফেরুন পড়।" এই হাদীসও উপরে বর্ণিত বিষয়ের তসদীক করে।

ইবনে মুরদবীয়া যায়েদ বিন আকেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইটি সুরা সহ খোদাতায়ালার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহার নিকট হইতে কোন হিসাব লওয়া হইবে না। ঐ দুইটি সুরা হইল, আল-কাফেরুন এবং কুলহু আল্লাহো আহাদ। এই হাদীসেরও এই মর্ম যে, যে ব্যক্তি তৌহিদে কায়েম থাকিবে এবং দৃঢ়তার সহিত ইহাতে অটল থাকিবে, যাহা উক্ত দুই সুরার মর্মকথা, সে সর্ব প্রকার হিসাবের উর্দ্ধে থাকিবে।

তিবরানী, বাযযাব এবং ইবনে মরদুবীয়া খাব্বাব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) শুইবার সময়ে সুরা কাফেরুন পাঠ করিতেন এবং এমন কখনও হয় না যে তিনি শয়ন করিয়াছেন অথচ সুরা আল-কাফেরুন সুরা পাঠ করেন নাই।

সহী মুসলীমে জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) আল-কাফেরুন এবং কুলহু আল্লাহো আহাদ সুরা দুইটি তওয়াফ কালীন দুই রেকা'ত নামাযের মধ্যেও পাঠ করিতেন।

মসনদে হাম্বলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ফজরের দুই রেকা'ত নামাযে পূর্ণ একমাস যাবত আল-কাফেরুন এবং এখলাস সুরা দুইটি পাট করিতে দেখিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, ব্রাহ্মন বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীর আহমদী পাড়াস্থিত জনাব মৌঃ কফিল উদ্দিন আহমদ সাহেবের বড় বোন মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন (উকিলের মাতা) গত ৪ঠা জুলাই ১০৭৯ইং বুধবার ভোর ৫-৩০ মিনিটের সময় উনার বাড়ীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর। তিনি আহমদী পাড়া মসজিদের এবং বাংলাদেশ আঃ আঃ মসজিদের চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার রুহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

হাদিস শরীফ

মৃত্যু ও মৃত্যুকালে যাইয়া দেখাশোনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৪৯। হযরত মায়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তির শেষ বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ('অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা ছাড়া উপাস্য, আরাধ্য, মাবুদ কেহ নাই) হইবে, সে সোজা জান্নাতে যাইবে।"

[আবু দাউদ, 'কিতাবুল জানায়েয, বাবু ফিৎ তালকীন, ২ : ৪৪৪ পৃঃ]

৩৫০। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওফাতের সময় আমার অঙ্কে (কোলে) সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দোয়া করিতেছিলেন : 'আল্লাহ্ আমার, ক্ষমা কর আমাকে, দয়া কর আমার প্রতি এবং আমাকে সর্ব্বোচ্চ সাথীর সঙ্গে মিলিত কর'—[অর্থাৎ তোমার বিশেষ কুরব'(নৈকট্য) দাও]।"

[বুখারী, 'কিতাবুল মার্যা, বাবু নাহা তামান্নাল মারাযিল মাওত ২ : ৮৪৭ পৃঃ]

৩৫১। হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন আল্লাহতায়ালা তাঁহার কোন বান্দার বৎসকে ওফাত দেন, তখন তাঁহার 'মালায়েক' (ফেরেশতা) দিগকে বলেন, 'তোমরা কি আমার বান্দার বাচ্চার রুহ কবয করিয়াছ?' তাঁহার ফেরেশতাগণ বলিবেন, হাঁ, আমাদের আল্লাহ। তখন তিনি বলেন, ইহাতে আমার বান্দা কি বলিয়াছিল? ফেরেশতাগণ বলেন, তাহারা আপনার 'হামদ' (প্রশংসা-স্তব) করিয়াছিল এবং পড়িয়াছিল "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' ['আমরা আল্লাহরই এবং আল্লাহরই নিকট আমাদের শেষ গতি']। ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলেন : "তোমরা আমার এই সবুর-কারী, শোকরকারী, সদা-কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য জান্নাতে এক ঘর তৈরী কর এবং উহার নাম রাখ 'বাইতুল হামদ' [খোদার প্রশংসা-স্তব গৃহ]"

["তিরমিযি, কিতাবুল জানায়েয, 'বাবু ফযলুল মুসিবাতে ইযা আহতাবা, ১ : ১২১ পৃঃ]

৩৫২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমের (রাঃ) ইন্তেকালের সময় তশরীফ আনিলেন। তাঁহার (সাঃ) চোখে অশ্রু ভরা ছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) কিছু আশ্চর্য হইয়া নিবেদন করিলেন : 'আল্লাহর রসুল, আপনিও (সাঃ) কি কাঁদেন'? ইহাতে তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আউফের পুত্র, ইহা ত দয়া ও স্নেহ, রহমত-শফকত"। তাঁহার (সাঃ) অশ্রুপাত হইতেছিল এবং তিনি (সাঃ) বলিতেছিলেন : 'চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। দিল গমগীন, হৃদয় শোকার্ত। কিন্তু আমরা তাহাই বলিব, যাহা রাব্ব— স্রষ্টা ও পালনকর্তা পছন্দ করেন : ইব্রাহীম, তোমার বিয়োগে আমরা শোকার্ত।"

[বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, 'বাবু কাউলুননাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ইন্না বিকা লা মাহযুনুন, ১ : ১৭৪ পৃঃ]

৩৫৩। হযরত উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হাতে হাতে বয়াত-কারিনী এক সাহাবিয়া হইতে রিওয়ায়েত করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বয়াত লইবার সময় যে অঙ্গীকার তাঁহাদের (রাঃ) নিয়াছিলেন উহাতে এই কথাও ছিল: "আমরা হুযুরের (সাঃ) 'নাফরমানী' (আদেশের অমান্যতা, অনুবর্তিতার খেলাফ) করিব না, কেহ মরিলে আমাদের চেহারায় আঁচড় দিব না, কান্নাকাটি করিব না, আমাদের গলা ছিঁড়িব না, আমাদের চুল এলোমেলো করিব না [অর্থাৎ, এরূপ কোনো আচরণ করিব না, যাহা হইতে ভীষণ 'বে-সবুরী' ও নৈরাশ্য প্রকাশ পায়]"

['আবু দাউদ,' 'কিতাবুল-জানায়েয', 'বাবুফিল্ নাওহে; ২: ৪৪৭ পৃঃ]

৩৫৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাজিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "দুইটি বিষয় এমন যে, এগুলির কারণে মানুষ 'কুফর' করে। এক, কাহারো 'হাসব-নসব' ও খান্দান, পরিবার ও বংশ-কুল এবং বৈবাহিক আত্মীয় সম্পর্ক লইয়া নিন্দা করা। দুই, মুর্দা লইয়া আর্তনাদ ও গুণকীর্তন করা।"

[মুসলিম কিতাবুল ঈমান; ইত্তলাকু ইসমুল-কুফরে আলালংতায়ান...'; ১-১: ৩৭ পৃঃ]

৩৫৫। হযরত যায়নব বিনতে আবি সালামাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুমা বলেন: "হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে হাবিবাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালার খেদমতে আমি হাজির হইয়া ছিলাম। ঐ সময় (অর্থাৎ সন্নিহিত সময়ে) তাঁহার পিতার (রাঃ) ওফাত হইয়াছিল। হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) আমার সম্মুখে হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আগাইয়া দিলেন। প্রথমে, তাঁহার পরিচারিকাকে লাগাইলেন। তারপর তাঁহার হাত তাঁহার মুখ-মণ্ডলে মর্দন করিলেন এবং সংগে সংগে ফরমাইলেন: 'খোদার কসম, সুগন্ধি লাগানোর কোন অনুরাগ আমার নাই। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে শুনিয়াছি, তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ফরমাইয়াছিলেন:

"আল্লাহতায়ালা ও শেষ-দিনের উপর ঈমান-সম্পন্না কোন স্ত্রীলোকের জন্য জায়েয নয় যে, সে তিন দিনের অধিক শোক করে। অবশ্য স্ত্রী তাহার পতির মৃত্যুতে চারিমাস দশ দিন শোক করিতে পারে।"

এই হাদিসের রিওয়ায়েত-কারিনী হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন: "অতঃপর আমি উম্মুল-মুমেনীন হযরত যায়নাব রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহার খিদমতে সহানুভূতি প্রকাশার্থে হাজির হই। তাঁহার ভ্রাতার ওফাত হইয়াছিল। তিনি আমার সম্মুখে সুগন্ধি আনাইলেন এবং ফরমাইলেন: "খুশবু ব্যবহারের কোনো অনুরাগ আমার নাই। শুধু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ পালনার্থে এরূপ করিতেছি। তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া ফরমাইয়াছিলেন:

"আল্লাহতায়ালা এবং ইয়াওমুল আখেরের উপর ঈমান-সম্পন্না কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জায়েয নয় যে, সে কাহারো মৃত্যুতে তিনি দিনের উর্ধে শোক করে। স্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র। স্ত্রী স্বামীর পরলোকগমনে চারি মাস দশ দিন শোক করিবে।"

["বুখারী, কিতাবুল জানাইযে, 'বাবু আহদাতুল মারাতু আলা গাইরে যাওজাহা ১: ১৭০ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ. এইচ. এম, আলী আনোয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোযার তাৎপর্য ও কল্যান

"অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। ইহাতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশফী-তাকত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের উপর ঐশী-কোপ' (কহরে-ইলাহী) আনায়ন করে। কিন্তু রোযাদারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রোযার অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকে, বরং খোদার যিকরে তাঁহাকে মশগুল থাকা উচিৎ। আঁ-হযরত (সাঃ) রমযান-শরীফে অনেক বেশী ইবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে পানাহারের চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তল ইলাল্লাহ) করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। দৈহিক খাদ্য দ্বারা শক্তি লাভ হয়; একই ভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ তিনি সমর্থ দিলেই সকল দরওয়াজা উন্মুক্ত হইয়া যায়।"

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোজার উদ্দেশ্য নহে, বরং ইহার একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তাহার আত্মশুদ্ধি এবং 'কাশফী-তাকত' বা দিব্য-দর্শন শক্তি সমূহ বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে, একটি খাদ্যকে কম করিয়া অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোজাদারকে সর্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। খোদাতায়ালার যিকর বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিৎ যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করিয়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যাহা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে, এবং আচার অনুষ্ঠানের রোযা না, তাহার উচিত সে যেন সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা (হামদ) তমবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহর তৌহিদ ঘোষণার) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাহাতে তাহার দ্বিতীয় খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়।" (আলহাকাম, ১৭/১/১৯০৭ইং)

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

পবিত্র রমযান মাস উহার বরকত সমূহ সহকারে শুরু হইয়াছে, উহার বরকত সমূহ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর।

খোদাতায়লা যেরূপে এবং যতটুকু এবাদত ফরয বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন উহা পালন করা আমাদের জন্য জরুরী। নিজ পক্ষ হইতে এবাদতে কাঠিন্যের সৃষ্টি করিও না এবং উহা হইতে পাশ কাটাইবার জন্য ওজর খুঁজিও না, বরং তাহাই পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পালন কর যাহা করিতে আল্লাহতায়ালা আদেশ দান করিয়াছেন।

সুরা ফাতেহার সহিত হুজুর (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াতটি তেলাওয়ত করেন :

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ٥ (البقرة : ١٨٧)

পবিত্র রমযান মাস উহার সকল বরকত সহ আসিয়া গিয়াছে। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে উহার বরকত হইতে অধিকতররূপে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী তো এরূপ সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের ধারণা ফরজ এবাদত অথবা সেই সকল নফল এবাদত যাহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নত হইতে প্রমাণিত হয়, তাহা মনুষের রুহানী উন্নতির জন্য যথেষ্ট নয়। সেইজন্য তাহারা নিজেদের নফ্‌স হইতে সাব্যস্ত করিয়া অনেকগুলি রিয়াযত বা তপযপ রচনা করিয়াছে এবং নিজদিগকে স্ব-রচিত ও স্ব-নির্দ্ধারিত কঠিন কঠিন মুজাহেদা বা সাধনায় ফেলিয়াছে। অথচ প্রকৃত ইসলামের রুহ্‌ উহাকে স্বীকার করিতে পারে না কেননা যদি আমরা উহাকে স্বীকার করি, তাহা হইলে উহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, নাউযুবিল্লাহ যাহা আমাদের রব জানিতেন না, তাহা ইহারা (উল্লিখিত শ্রেণীর লোকেরা) জানিত। ইহা সুস্পষ্ট ভুল। নিজের নফস হইতে মুজাহেদাত এবং রেযাযত সাব্যস্ত করা ঠিক (বৈধ) নয়। আমাদের রুহানী উন্নতির জন্য এবং আমাদের রুহানী শক্তিগুলির স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং উহাদের পরিপোষণ ও বিকাশের জন্য যাহা কিছু জরুরী ছিল তাহা সবই কুরআন করীমে বিদ্যমান আছে। তদপেক্ষা বেশী কোন কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নাই। সুতরাং, সেই সাব্যস্ত ধ্যান-ধারণা বাতিল এবং ভ্রান্ত, যাহাদের ফলে এমন সব নূতন এবাদত পদ্ধতি (রেয়াজত) রচিত হয় এবং মানুষ সেই সকল কঠোর মুজাহেদায় নিক্ষিপ্ত হয়, যাহাদের সন্ধান কুরআন শরীফ হইতে পাওয়া যায় না।

ইহাদেরই মত বা উক্ত শ্রেণীরই অংশ বিশেষ বলা যাইতে পারে যাহারা মনে করে যে, তাহারা স্বীয় শক্তিবলে তাহাদের রবকে রাজী করিতে সক্ষম এবং আল্লাহতায়ালা যে সকল সুযোগ-সুবিধা এবং Concession দান করিয়াছেন, তদ্বারা উপকার গ্রহণ করিতে চায় না। যেমন, এইরূপ অসুস্থতা যাহার মধ্যে রোজা রাখা জায়েজ নয়, তাহারা ঐরূপ অসুস্থ অবস্থাতে রোজা রাখে। অথবা যে বয়সে রোজা জায়েয নয় সে বয়সেও নিজেদের বাচ্চা দিগকে রোযা রাখায়। প্রত্যেক এবাদতের জন্য এক পরিণত (বলুগতের) সময় নির্দ্ধারিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সেই বলুগতের বয়সে পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর সেই এবাদত ফরয হয় না। কিন্তু এই সকল লোক বলে যে, 'যদিও আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে ঐ বয়সে রোযা রাখিও না এবং অন্যের দ্বারাও রাখাইও না, তবুও আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেরা অথবা নিজেদের ছোট সন্তানদিগের দ্বারা এমন এবাদত পালন করাইব, যদ্বারা আমরা (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহতায়ালাকে জোরপূর্বক রাজী করাইব'। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ঔষধ ত্যাগের বা উপাস থাকার ফলে ক্ষতিকারক হয় এবং তাহার মৃত্যুর কারণ ঘটাইতে পারে, সেই ব্যক্তির রোজা রাখা উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বার বার বলিয়াছেন যে, 'দ্বীনুল আজায়েয' এখতিয়ার কর (অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলাগণের ন্যায় সরলভাবে দ্বীনকে আঁকড়াইয়া ধর)। আমাদের রব বিনয় ও নম্রতায় সন্তুষ্ট হন। আমরা তাঁহাকে আমাদের আমলের দ্বারা খুশী করিতে পারিনা। হাদিসে প্রাঞ্জলভাবে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নামায কবুল হয় না—যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহতায়ালার ফজল তাহার সহায় হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার এই এবাদতগুলি কবুল হয় না।

সুতরাং আমরা আমাদের এবাদতের দ্বারা আল্লাহতায়ালাকে রাজী করিতে পারি না। আমরা সেই এবাদতের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি যাহা মকবুল হয়, যাহা তিনি তাঁহার অধম বান্দার তোহফা মনে করিয়া গ্রহণ করেন।

মোট কথা, একদল মনে করিতেছে এবাদত সমূহ যে রূপে ও যে পদ্ধতিতে এবং যে পরিমাণে আল্লাহতায়ালা ফরজ করিয়াছেন, অথবা হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁহার পবিত্র সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন উহা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। যদি আমরা শুধু সেই সকল এবাদতকে যথেষ্ট বলিয়া ক্ষান্ত দেই তাহা হইলে আমাদের রূহানী উন্নতি, আমাদের রূহানী পরিপোষণ ও ক্রমবিকাশ পূর্ণ উন্নতি লাভ করিবে না, অথচ এই সকল ধারণা অবশ্যই মিথ্যা।

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক মনে করে যে, তাহার নিজ চালাকীর দ্বারা তাহাদের রবকে খুশী করিতে পারে। যেমন অসুস্থতা এমন নয় যাহাতে রোযা পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু সে এমন ব্যক্তি যে, বাহানা-ওজর তালাশ করিয়া বেড়ায়, এবং সে ঐ প্রকার রোগে রোযা পরিত্যাগ করে। এইরূপ ব্যক্তিও নিজ পক্ষ হইতে এক মসলা তৈয়ার করে এবং মনে করে যে, এতটুকু রোগ রোযা ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট। এরকম করাও ভুল।

মানুষের ওজর-বাহানা তালাশ করার স্বভাব থাকা উচিত না, বরং নিয়ত এবং খাহেশ এই হওয়া উচিত যে, খোদাতায়ালা যেভাবে ও যতখানি এবাদত আমাদের জন্য ফরজ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অথবা যাহা আমাদের জন্য সুন্নত হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, আমরা যেন ততখানিই এবাদত করি যাহাতে আমাদের খোদা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ইহা মনে করে যে, ওজর-বাহানা যেমন মানুষের সামনে চলে তেমনি আল্লাহতায়ালার সামনেও চলিতে পারে, তাহা হইলে সে আহাম্মক এবং জালেমও বটে—কেননা সে নিজের জানের প্রতিই জুলুম করিতেছে এবং সে খোদাতায়ালাকে চিনে নাই, সে তাঁহার 'এরফান" (তত্বজ্ঞান) হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। সুতরাং ওজর-প্রিয়তার স্বভাব হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তির ইহা মনে করা যে, দৈহিক উপভোগ বা দৈহিক স্বাস্থ্যকে (এবং ইহাও এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী) আমরা রুহানী আস্বাদন এবং রুহানী স্বাস্থ্যের বিনিময়ে জলাঞ্জলী দিব, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত—এরূপ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই ভুল, ইহা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা। তেমনিভাবে ইহা মনে করা যে, আল্লাহতায়ালার সামনে ওজর-বাহানা চলিতে পারে, তদপেক্ষা নির্বুদ্ধতার কথা অন্য আর কিছুই হইতে পারে না।

সুতরাং যাহারা রোযা পরিত্যাগ করার জন্য অজুহাত অন্বেষণ করিয়া থাকে, তাহাদের সেই স্বভাব পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনিভাবে যাহারা নিজদিগকে কঠিন কঠিন মুজাহেদায় (স্বরচিত এবাদত পদ্ধতি সমূহে) নিক্ষেপ করে এবং সেই সকল রেয়াযত পালন করে যাহা ইসলাম আমাদের জন্য অনুমোদন করে নাই, তাহাদেরও উচিত নিজেদের উক্তরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করা।

এক তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে যাহারা আধুনিক যুগের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহারা মনে করেন যে, নির্ধারিত এবাদত সমূহে সংশোধন বা পরিবর্তন হওয়া উচিত। অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহতায়ালা যেন বর্তমান যুগের অবস্থা জানিতেন না, সেইজন্য তিনি যে আইন বানাইয়াছিলেন, পরিবর্ত্তিত জামানায় উহার মধ্যে, তথা তাঁহার প্রবর্তিত এবাদত সমূহের মধ্যে পরিবর্তন করিতে হইবে।

এই ধরনের ভাব-ধারনার বিদ্যমানতার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হয় না, ঐ সকল লোকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির শূন্যতা ও বঞ্চনা বরং প্রমাণ হয়। যে স্তর সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ উহার সম্পর্কে তাহারা সংশোধনী প্রস্তাবের নাম দিয়া দাবী পেশ করেন। ইহা বিভ্রান্তি। 'আল্লামুল গুহুউব'—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী সম্বন্ধে সম্যক বিদিত আল্লাহতায়ালা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক পরিপোষণ ও ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যে কতক এবাদত আমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন। সুতরাং সেই এবাদত সমূহ নিশ্চয়ই আমাদের দেহের জন্যও এবং আমাদের আত্মার জন্যও উত্তম। ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর রোযা রাখাও জায়েয নয় এবং রমজান মাসে

জায়েয ওজর ব্যতিরেকে রোযা পরিত্যাগ করাও ঠিক নয় এবং তেমনিভাবে কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তনেরও প্রয়োজন নাই। আমাদের উচিত দ্বীনুল আজায়েয অবলম্বন করা—খোদাতায়ালা যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা আমরা পালন করিব যাহা তিনি পছন্দ করেন, উহাতেই আমরাও সন্তুষ্ট থাকিব। রোযা পরিত্যাগ করার জন্য বাহানা তালাশ করিব না তেমনিভাবে যখন রোযা ছাড়ার আদেশ হয়, তখন আমরা এই অলীক ধারনার বশবর্তী হইব না যে, আমরা আমাদের নিজস্ব এবাদত, সাধনা বা মুজাহেদার বলে অ মাদের রব আল্লাহতায়ালাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। আমরা এই ভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারি না। বস্তুত: যে এবাদত কবুল হইবে, যে তোহফা গৃহীত হইবে, উহাতে ফলোদয় হইবে। উহার ফলে আমরা তাঁহার সন্তোষ-ভাজন হইব। ইহা ছাড়া তো (নিজস্ব এবাদতের জোরে) 'রেযায়ে এলাহী' হাসিল করা যায় না।

রমযানের এবাদত শুধু ভুখা থাকার নাম নয়। হাদিসে ইহার সম্বন্ধে সুবিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আমিও বিগত কয়েক বৎসর আমার কতক খোৎবায় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, রোযার অর্থ শুধু ভুখা থাকা নয়, বরং রমযানের এবাদত প্রকৃতপক্ষে অনেক গুলি এবাদতের সমষ্টির নাম। ইহার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ও প্রধান বিষয় যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি তাহা হইল, দৈহিক প্রয়োজন সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ করা। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলাও চব্বিশ ঘণ্টার বেশ কিছু অংশ লইয়া যায়। কিন্তু যদি সঠিকরূপে রোযার অনুশীলন করা হয় এবং আমি উহা এজন্য বলিতেছি যে, কতক লোক তো রমজানের মধ্যে বোধ হয় মোটা হইয়া যায়। সকাল সন্ধ্যায় তাঁহারা খুব পরোটা ইত্যাদি খান এবং ইহা মনে করিয়া যে তাঁহারা যেন দুর্বল না হইয়া যান। সাধারণ অবস্থায় যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন তাহার চাইতে বেশী রমজানে খাইতে আরম্ভ করেন। তাহাদের এই পন্থাও ঠিক নয়। কিন্তু যাহারা রমজানের উদ্দেশ্য ও প্রাণবস্তু (রূহ) উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী দৈহিক প্রয়োজন সমূহ পশ্চাতে ফেলিয়া রুহানী প্রয়োজন সমূহের দিকে মনোনিবেশ করে ও নিজেদের রুহানী শক্তি গুলির সতেজ করণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। তাহারা উহার ফলে একটি এসলাহ 'আত্মার উজ্জলতা" (বা তনভীরে কলব) হাসিল করে, যাহার অর্থ ইহাই যে, আত্মিক শক্তিগুলি সতেজ হইয়া উঠে। সুতরাং যে আয়াতটি রমযান প্রসংগে আমি শুরুতে পাঠ করিয়াছি আল্লাহতায়ালা সেইজন্যই উহাতে বলিয়াছেন যে, "এযা সালাকা এবাদি আন্নি"

اذا سالك عبادى عنى অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি সতেজ হওয়ার পর মানুষের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন এই জাগে যে, যেহেতু ধর্মের দাবী এই যে, ধর্মীয় হুকুম-আহকাম পালনে আল্লাহর সহিত মানুষের এক দৃঢ় ও জীবন্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, সেইহেতু রমজানের এবাদতের ফলে মানবীয় বিবেক বুদ্ধি বলিয়া উঠে যে, 'রবকে কি ভাবে লাভ করা যাইতে পারে?' প্রত্যুত্তরে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, যখন তোমার রুহানী শক্তি উদ্দীপিত হইবে, তখন তুমি দেখিতে

পাইবে যে, আমি তোমার একেবারেই নিকটে আছি। কিন্তু যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তি গুলির পরিপোষণ ও বিকাশ সাধিত হয় নাই সে ব্যধিগ্রস্ত অর্থাৎ সে সুস্থ নয়। তাহার আত্মা বা রুহ অন্যদিকে মনোযোগী, ঐরূপ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায়না। কিন্তু যে দেখিতে পায়, অন্য কথায়, যে আল্লাহতালার এরফান ও মারেফত (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে, সে তো তাহার রবকে তাহার এত নিকটে অনুভব করে যে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার চাইতে অধিক নিকটতর আর কাহাকেও সে অনুভব করে না। তখন সে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে যে, আল্লাহতায়ালার প্রতিপালন ক্রিয়া (রুবুবিয়ত) ব্যতিরেকে সে জীবিতই থাকিতে পারে না, সুস্থভাবে জীবিত থাকিতে পারে না, তাহার শক্তি-নিচয়ের পরিপোষণ ও ক্রমবিকাশ সংঘটিত হইতে পারে না। রবের রুবুবিয়তের স্বতঃই তাহার প্রয়োজন। উক্ত রুবুবিয়ত বা সার্বিক প্রতিপালনের জন্য আল্লাহতায়ালার অনেকগুলি সেফাতের জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়া থাকে। যেমন তিনি حي (হাইয়ুন) বা চিরজীবিত ও অন্যকে জীবন দানকারী, এবং তিনি قيوم (কাইউম) (বা স্বয়ং চির অধিষ্ঠিত এবং অন্যকেও অধিষ্ঠান ও সংরক্ষণ দানকারী। কোন কিছু নিজে অস্তিত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালা চাহেন।

সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তিই ইহা প্রত্যক্ষ করে যে, জীবনের উৎস এবং স্থিতি লাভের মূল উপায় হইল আল্লাহতায়ালার সত্তা। সেই বান্দা তাহার নিশ্বাসকে তাহার জীবনের নিশ্বাস বলিয়া ভাবে না। বরং সে ইহা অবলোকন করিতে থাকে যে, তাহার সেই নিশ্বাসই বস্তুতঃ তাহার জীবনের নিশ্বাস, যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা চাহেন যে, উহা তাহার জীবনের নিশ্বাস হউক। সে ইহাও উপলব্ধি করিতে থাকে যে, খাদ্য আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা এবং তাঁহার হুকুম ছাড়া আমাদের দেহে সুস্থতা ও সজীবতা এবং শক্তি আনায়ন করিতে পারে না— যতক্ষণ না আল্লাহতায়ালার আদেশ বলবৎ হয়। তাহার সম্মুখে নিত্য-নৈমিত্তিক এ দৃশ্যাবলী আসিতে থাকে যে, খাদ্যই কাহারও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, অথবা পানি—যাহাকে আবেহায়াত (অমৃত সুধা) বলা হয় অর্থাৎ আমাদের জন্য, উহা জীবনের পানি এবং ভাত-রুটি হইতে অধিক প্রয়োজনীয়, সেই পানিও কোন কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কারণ হইয়া যায়। ড'ক্তারগণ জানেন যে, কোন কোন সময় মানুষ পানি খাইয়া তাহার এমন শুলবেদনার সৃষ্টি হয় যে ইহাই তাহার প্রাণনাশক সাব্যস্ত হয়।

মোট কথা, আল্লাহতায়ালা বলেন যে, পবিত্র রমজানের এবাদত একান্তভাবে এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাহা রূহানী শক্তিগুলিতে উদ্দীপনার সৃষ্টি সাধন করে, 'তনভীরে কলব' বা অন্তকরণে উজ্জলতা সাধন করে, যাহার পর মানুষের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তাহার রবকে সে কিভাবে পাইতে পারে? অর্থাৎ উক্ত ধারনার তখনই তাহার মনে উদয় হইবে, যখন সে সঠিক দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। সেই অবস্থায় আল্লাহতায়ালা বলেন যে, "আমি তোমার নিকটেই আছি।" তুমি কি আমার কুদরত সমূহ প্রত্যক্ষ কর না? আমি তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করি। তোমারা নিশ্বাস লও, তোমরা দেখিতে ও শুনিতে

পাওয়া, সবই আমার হুকুম ও আমার অনুমতি ক্রমেই কায়েম আছে। তোমাদের আমাকে প্রয়োজন আছে। তোমাদের চক্ষু, জিহ্বা, নাসিক ও কর্ণ এবং হৃদপিণ্ডের সঠিক স্পন্দন সবই আমার আদেশের সহিত বাঁধা।

সুতরাং রমজান মাস এবং উহার এবাদত সমূহে মানুষের জন্য একটি ফায়দা এই যে, তাহার রুহানী শক্তি সমূহ সতেজ হয় এবং তাহার রবের জন্য তাহার এক অন্বেষার সৃষ্টি হয়। ইহা মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী যে, সে যেন তাহার রবের গুণাবলির মা'রেফত (বা তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করার চেষ্টা করিতে থাকে, এমন কি ইহ যেন তাহার জ্ঞানগোচর হয় এবং সে যেন উপলব্ধি করে যে, তাহার রব তাহার কত নিকটে। তিনি দূরে নহেন যে, আমরা তাঁহা হইতে পলায়ন করিতে পারি। তিনি দূরে নহেন যে, আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন যাপন করিতে পারি তিনি দূরে নহেন যে, তাঁহার দৃষ্টি ও মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করিতে পারি। সুতরাং মানুষকে বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, আল্লাহতায়ালা তাহার একান্ত নিকটে আছেন। এমনকি অঙ্গুলী হেলানের জন্যও আমরা তাঁহার মুখাপেক্ষী। আপনাদের মধ্যে অনেককেই নড়া-চড়া করিতে আমি দেখিতে পাইতেছি কাহারো মাথা, কাহারো চোখ এবং কাহারো পাগড়ীর অগ্র নড়িতেছে। এই নড়া চড়ার জন্যও আমাদের রব আল্লাহতায়ালার আবশ্যকতা রহিয়াছে। অন্যথায় যদি তাহার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে জীবনের এসমস্ত স্পন্দন ও চিহ্নাবলী তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন, যখনই তোমরা আমাকে সনাক্ত করিতে ও চিনিতে শুরু কর, তখনই আমাদের উচিত দোয়ার দিকে রত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার সেফাতের মা'রেফত ব্যতীরেকে প্রকৃত দোওয়া সম্ভাবই নয়। উহা দোওয়া তো হয় বটে, যাহার সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ বলিয়াছেন: از دعا کن چاره آزار انکار دعا (অর্থাৎ "দোওয়ার দ্বারাই দোওয়ার অস্বীকারের প্রতিকার বা চিকিৎসা কর।") এক দোওয়া তো ইচ্ছা পূর্বক ক্রন্দন প্রসূত দোওয়া—ইহা হইল সূচনা। কিন্তু আর এক সেই দোওয়া যাহাতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যকুল হইয়া খোদাতায়ালার সমীপে প্রণত হয়, এবং বলে আমাকে এই দান কর। সেই দোওয়া তো এলাহী সেফাতের মা'রেফত লাভের পরই হইতে পারে। অর্থাৎ উহা তখনই হইতে পারে, যখন মানুষ ইহার সন্ধান পায় বা ইহা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহতায়ালা মানুষের মাতা-পিতার চাইতেও নিকটে; মৌসুম বা আবহাওয়ার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার হেফাজতের দিক হইতে তাহার নিজের গৃহ হইতেও নিকটে; আরও অন্যান্য প্রয়োজন এবং শোভা ও সজ্জার দিক হইতে তাহার পরিচ্ছেদ হইতেও নিকটে; রক্ত-সঞ্চালনের দিক হইতে জীবন-শিরা হইতেও বেশী নিকটে। কেননা انی قریب (আমি নিকটে)-এর অর্থ ইহা নয় যে, কতক দিক হইতে নিকটে এবং কতক দিক হইতে তিনি দূরে, বরং যাহারা তাঁহার মা'রেফত রাখে এবং তাঁহার সেফাতকে চিনে ও জানে, তাহারা সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলিতে পারে এবং প্রমাণ করিতে পারে যে, প্রত্যেক এবং সকল দিক হইতেই আল্লাহতায়ালা অন্য সব কিছু হইতে বেশী নিকটে। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন যে, সেফাতের সন্ধান পাইলেই তোমরা দোওয়ার দিকে ধাবিত হইবে ও উহাতে আত্মনিয়োগ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন : أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ যে ব্যক্তি আমাকে চিনে, আমার জাত ও সেফাত উপলব্ধি করে, সে দোওয়া কবুলিয়তের দরজা লাভ করে। তিনি বলিতেছেন : أُجِيبُ (উজিবু) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে তাহার নিকটে দেখে, আমি তাহার দোওয়া কবুল করি। কিন্তু এতদ্‌সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দোওয়া কবুল হয় না। একমাত্র সেই মারেফত (ঐশী-তত্ত্বজ্ঞান, যাহার সম্বন্ধে শুরুতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে উহা) উক্ত আয়াতের শেষেও উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন : فَلْيَسْتَجِيبُوا আমার আদেশ-নির্দেশ সমূহ পালন কর নিজ পক্ষ হইতে স্বরচিত এবাদতে কঠোরতার পন্থা অবলম্বন করিও না, তেমনি আমার নির্ধারিত ও ফরজকৃত এবাদত হইতে আত্মরক্ষা বা পাশ কাটাইবার উদ্দেশ্যে ওজর-বাহানা অন্বেষণ করিও না, এবং তেমন যে সুযোগ ও সুবিধা আমি দান করি কৃতজ্ঞতা ভরে উহা গ্রহণ কর। যে আদেশ আমি দান করি কৃতজ্ঞতা ভরে উহা গ্রহণ কর। যে আদেশ আমি দান করি, উহা সাদরে গ্রহণ কর, যে এবাদত করিতে আমি তোমাদিগকে বলি তাহা সযত্নে পালন কর এবং যাহা করিতে আমি নিষেধ করি তাহা হইতে তোমরা বিরত থাক। তিনি বলিয়াছেন : 'ফালইয়াসতাজিবু' -- অর্থাৎ, যখন তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে, এবং শরিয়তের পাবন্দী করিবে তখন তোমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপোষণ ও বিকাশ পূর্ণত্ব লাভ করিবে। উহাতে এই ফলদায়ও হইবে যে, তোমরা হেদায়ত-প্রাপ্ত জীবনের তথা যথার্থ পথের এবং সফলতার অধিকারী হইবে এবং তোমাদের পরিণাম শুভ হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের আঞ্জাম মঙ্গলময় করুন, আমাদিগকে তাঁহার অনন্ত রহমতরাজী দ্বারা আচ্ছাদিত করুন, এবং রমজানের অগণিত বরাকাত ও আশিষে ভূষিত করুন ও অধিকতর ফায়দা হাসেল করার তওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

[২২শে অক্টোবর, ১৯৭১ইং রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

(২২ পৃষ্ঠার পর)

মোয়াল্লেম রিফ্রেশার কোর্স :

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে একমাস ব্যাপী মোয়াল্লেম রিফ্রেসার প্রোগ্রাম আহ্‌মদনগরে বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই প্রোগ্রাম আগামী ২০শে জুলাই সমাপ্ত হইবে। মোহতারম আমীর সাহেব ৭/৭/৭৯ইং তারিখে আহমদনগর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ঢাকায় ইয়াওমে ওয়ালেদাইন (পিতামাতা দিবস) অনুষ্ঠিত :

১৫ই জুলাই ১৯৭৯ইং রোজ রবিবার ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'ইয়াওমে ওয়ালেদাইন' বা পিতামাতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভায় জামাতের কয়েকজন বুজুর্গ নছিহতমূলক বক্তৃতা দান করেন। আতফাল ভাইদের জন্য তালিমী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ভাষণ দান করেন ড: আবদুস সালাম খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৫)

আরবী ভাষায় বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য

প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিবিম্বরূপে যা আরবী ভাষা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিস্ময়-কররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেব বিশেষ কোন বিখ্যাত শিক্ষালয়ে অথবা কোন বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেন নাই (এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। তিনি প্রাথমিক জীবনে গৃহ-শিক্ষকের কাছ থেকে আরবী ভাষা সম্বন্ধে সাধারন জ্ঞান লাভ করেন এবং আংশিকভাবে কুরআন পড়া শিক্ষা করেন। আরবী ভাষাভাষী কোন দেশে তিনি কখনও যান নাই। তিনি পাঞ্জাবের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে সারাটি জীবন অতিবাহিত করেন।

যথাসময়ে আল্লাহতালার নির্দেশক্রমে তিনি ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী পেশ করলেন। তদানীন্তন উলেমা সম্প্রদায় তাঁর দাবীর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলো। তারা হযরত মীর্যা সাহেবের প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার অভাব বা ডিগ্রি না থাকার জন্য তাঁকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো এবং তাঁর দাবীর প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করলো। তারা ঠাট্টা করে তাঁকে 'মুন্সী' অর্থাৎ একজন অর্ধ-শিক্ষিত বলে অভিহিত করতেও দ্বিধাবোধ করলো না। তাঁর দাবীর সত্যতায় বিপক্ষে একটা বিরাট প্রাচীর তৈরী করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করলো উলেমা সম্প্রদায়। যখন উলেমা সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড চরমে পৌঁছলো তখন আল্লাহতায়ালা হযরত মীর্যা সাহেবকে আরবী ভাষায় বিশেষ জ্ঞানে ভূষিত করলেন। আল্লাহতা'লার বিশেষ ফজলে তিনি এক রাতে ৪০,০০০ আরবী শব্দ-মূল শিক্ষা করলেন। তাঁকে ঐশী নির্দেশ দেওয়া হলো আরবীতে লেখা শুরু করতে এবং এজন্য বিশেষ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। তাঁর প্রথম আরবী লেখা প্রকাশিত হলো তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ অধ্যায়রূপে। এই অধ্যায়টিতে তিনি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন যারা তাঁর আরবী ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ-প্রবন ছিল। সেই সন্দেহবাদীরা কি তাঁর লেখনীর অনুরূপ অথবা উত্তম কোন কিছু লিখতে সমর্থ হয়েছে? এরপর থেকে তিনি আরবী ভাষায় একটার পর একটা পুস্তক প্রণয়ন করতে লাগলেন। আরবী ভাষায় তাঁর লিখিত পুস্তক ২০টিরও অধিক সংখ্যায় উন্নীত হলো। তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন তাঁর লেখার সমকক্ষ আরবী রচনা

পেশ করতে এবং নগদ পুরস্কার প্রদানের জন্যও প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই চ্যালেঞ্জ শুধু সাধারন উলেমার জন্য ছিল না, খাস আরবী ভাষাভাষীদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। আল-মিনারের সৈয়দ রশীদ রেজা'র উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ-পূর্বক তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু সৈয়দ রেজা সাহেব চ্যালেঞ্জ গ্রহনে অস্বীকার করলেন।

তদানীন্তন ভারতের আলেম এবং মৌলবীগণ বলতে লাগলেন যে, হয়ত মীর্যা সাহেবের আরবী লেখাগুলোর মূলে গোপনে নিয়োজিত আরব দেশীয় লেখক রয়েছে। তবে হযরত মীর্যা সাহেবের লেখাগুলোর উচ্চ মান সম্বন্ধে তাঁরা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো। হযরত মীর্যা সাহেব বল্লেন যে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীগণও ইচ্ছা করলে আরব দেশীয় লেখক নিয়োজিত করতে পারেন এবং তাঁর মোকাবেলায় আগমনের জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর আরবী লেখাগুলোর সমকক্ষ কোন লেখা কেউই লিখতে পারলো না। এভাবে লেখার প্রতিযোগিতায় হযরত মীর্যা সাহেবের অপ্রতিহত বিজয় প্রতিষ্ঠিত হলো। ইংরেজী ১৯০০ সনের ঈদুল আজহার দিনে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি আরবী ভাষায় নির্ধারিত বক্তৃতা (খুতবা) দিবেন। তাঁর সেই আরবী খুতবা দ্রুতলীপিকারদের দ্বারা লিখা হয়েছে এবং সেই লেখা পরবর্তীকালে 'খুতবায়ে ইলহামীয়া' (অর্থাৎ ইলহামী খুতবা বা বক্তৃতা) নামে প্রকাশিত হয়েছে। অতি উচ্চাঙ্গের আরবীতে প্রদত্ত এই খুতবার মূল বিষয়বস্তু ছিল: "ইসলামে কুরবানীর মূল দর্শন"

হযরত মীর্যা সাহেবের আরবী ভাষায় এই বিস্ময়কর লেখা এবং বক্তৃতা প্রদানের ক্ষমতার পশ্চাতে পবিত্র কুরআনের জ্ঞানের প্রতিফলন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুসরণের মহা-তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতার ইহা একটি বাস্তব প্রমাণ।

আপেক্ষিক উৎকর্ষতা

হযরত মীর্যা সাহেবের আরবী ভাষা-জ্ঞান লক্ষ্য করে এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে না পেরে কোন কোন ব্যক্তি এই আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলো যে, তাঁর সেই চ্যালেঞ্জ পবিত্র কুরআনের জন্য অবমাননাকর ছিল। কিন্তু এই আপত্তিকারীগণ এ কথা ভুলে বসেছিল যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আরবী লেখাগুলোর উচ্চ মর্যাদা আপেক্ষিক অর্থে প্রযোজ্য ছিল—একক অর্থে নয়। এই পার্থক্য পবিত্র কুরআনের আয়াত মূলেও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হতে পারে। যেমন বনী ইসরাইলের প্রতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

انى فضلتكم على العلمين

(ইন্নি ফাদ্দালতুকুম আলাল আলামিন)

'আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সকল জাতির উপর উচ্চস্থান দান করিয়াছি।" (সুরা বাকারা: ৪৮)।

মুসলমানদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে: كنتم خير امة اخرجت للناس

(কুন্তুম খায়রা উম্মাতেন উখরেজাত লিন্নাস)

"তোমরা সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে উত্থিত হইয়াছ। (সুরা আল-ইমরান : ১১০)।

ইসরাইল এবং মুসলিম উভয় জাতিকে মানব-কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—কিভাবে দুটি জাতি সর্ব শ্রেষ্ঠ হতে পারে? কিন্তু বিষয়টি সহজেই মীমাংসিত হতে পারে যখন আমরা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পাই যে, ইসরাইলীগণ একটা নির্দিষ্ট সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, পক্ষান্তরে মুসলমানগণ সর্বকালের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে উত্থিত হয়েছে। প্রথমোক্ত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল আপেক্ষিক এবং শেষোক্ত শ্রেষ্ঠত্ব হলো একক এবং অতুলনীয়। অনুরূপভাবে হযরত মীর্যা সাহেবের আরবী লেখাগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব আপেক্ষিকভাবে প্রযোজ্য —অর্থাৎ একশ্রেণীর লেখার মধ্যে অতুলনীয়। পবিত্র কুরআনের অনুপম উৎকর্ষতা 'পরিপূর্ণ' অর্থে প্রযোজ্য—অর্থাৎ মানবীয় লেখা অথবা ঐশীবাণীর মধ্যে তুলনাহীন এবং শ্রেষ্ঠতম। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর লেখাগুলো পবিত্র কুরআনের সমর্থনেই লিখিত— বিশেষতঃ পবিত্র কুরআনের অনুপম শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষ গুরুত্বসহ উপস্থাপিত করেছে। তাঁর এই লেখাগুলো পবিত্র কুরআন এবং মানবীয় লেখাগুলোর মধ্যস্থলে রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সঙ্গে তাঁর লেখাগুলোর তুলনা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। কুরআন এবং অন্যান্য লেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। কারণ পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের পূর্ণরূপে খেদমত করার জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন হয়েছে। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াত উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

শোক সংবাদ

বিগত ৪ঠা জুন ১৯৭৯ইং মুলাদী হইতে বরিশাল আসার পথে কীর্তনখলা নদীতে এক লঞ্চ ডুবিতে বরিশাল জামাতে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল লতিফ সাহেব মৃত্যু বরন করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেজউন)। উদ্ধারকৃত লঞ্চ হইতে মরহুমের মৃত্যুদেহ সনাক্ত করতঃ পর দিবস বরিশাল গোরস্থানে যথারীতি দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী, ২পুত্র, ৫কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহ জামাতের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক জনাব বদিউজ্জামান ভুঞা সাহেবের ২য় জামাতা। তিনি দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল বরিশাল কালেকটরেটে বিভিন্ন সেকশনে সততা ও সুনামের সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন এবং সর্বজন প্রিয় ছিলেন। তিনি একজন মুখলেস আহমদী ছিলেন। তাঁহার রূহের মাগফেরাতের জন্যে বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী

সুসমাচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন এবং উত্তর

পাদ্রীদের সাথে আমার যে সওয়াল-জওবাব হয়, তার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

খৃষ্টান : আপনার দাবী হচ্ছে, যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গান হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মারা যাননি। যদি তাই হয়, তবে কোরআনের এই আয়াতের অর্থ কি হবে :

"তারা তাঁকে কেটে ফেলেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি (অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধকরেও হত্যা করেনি।" (কোরআন—৪:১৫৮)

অধিকন্তু আপনাদের এই মত সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের মতের সঙ্গেও মিলেনা। কেননা তাদের বিশ্বাস হলো : যীশুকে আদৌ ক্রুশে লটকান হয়নি।

আহমদী মুসলিম : আমাদের শর্ত ছিল যে, শুধুমাত্র বাইবেল অনুসারেই বিতর্ক হবে। কাজেই, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করাটা আপনাদের উচিত হলো না। যাই হোক মনে রাখবেন যে, ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশে নিহত করতে ব্যর্থ হয়েছেন; অতএব তিনি 'ক্রুশীভূত' (Crucified) হননি। এই অর্থ কোরআন করীমও সমর্থন করে—অভিধানগুলিও। সুরা ইউসুফে আছে :

"তোমাদের একজনের ব্যাপার, সে তাহার প্রভুর পানের নিমিত্ত সুরা ঢালবে, এবং অপরজনের, সে ক্রুশীহত হবে—(ফাইউসলাবু)"।

'তাজ-উল-আউরাস" নামক অভিধানে আছে :—সলীব অর্থ—চর্বি, মোটা।

"সেহাহ-তে হাড্ডির ভেতরের মজ্জাকে বলা হয়েছে 'সলীব'। ক্রুশীহত ব্যক্তিকে 'মসলুব' বলা হয় এই জন্য যে, তার হাড্ডির মজ্জা নিঃসৃত হয়ে যায়। 'সলব' এর উৎপত্তি হয়েছে 'হত্যার জানা পদ্ধতি' থেকেই। কারণ, ক্রুশে বিদ্ধ ব্যক্তির হাড্ডি থেকে মজ্জা ও অন্যান্য রস ক্ষরিত হতে থাকে। ('সলন' এবং 'আকবার"ও দেখুন)।

কোরআন করীম যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর ধারনাকে অসত্য প্রতিপন্ন করেছে এবং বলেছে যে, ইহুদীরা এবং খৃষ্টানরা শুধু একটা আন্দাজের অনুকরণ করে চলেছে। তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যই ঘটেছিল যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ। তাঁর মৃত্যুর কোনো প্রমাণ নেই তাদের হাতে। কোরআন ঘোষণা করছে যে, ইহুদীরা যীশুকে প্রাণে বধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। এই দাবী আমি বাইবেল থেকেও সাব্যস্ত করেছি। সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানরা ভিন্নমত পোষণ করে, এই কথাটার দ্বারা আপনারা মুসলিম অনুভূতিকে কাজে লাগাতে

চাইছেন এবং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার মত-পার্থক্যের সুযোগ নিতে চাইছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, আলোচ্য বিষয়ের একটা ক্ষেত্রে সকল মুসলমানরা একমত যে,—যীশু ক্রুশে মারা যাননি। ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে তিনি বেঁচে গেছেন কিভাবে—সেটা ভিন্ন বিষয়। কারো কারো মত হচ্ছে—তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে ইহুদীরা তাঁর গায়ে হাত দিতেই পারে নি। তাকে ক্রুশেও লটকান হয় নি, তিনি মারাও যাননি আমরা কোরআন করীম ও তাঁর প্রকাশ্য শিক্ষানুসারে বিশ্বাস করি যে, যীশু খোদার পথে নানান দুঃখ-যাতনা সহ্য করেছেন। তাঁকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইহুদীরা; তাদের এই জঘন্য চক্রান্তকে কার্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টার কোনোই ত্রুটি তারা করেনি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও, যীশু ক্রুশ থেকে অব্যাহতি পান। এই সত্য আমরা শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছি। যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেননি, তখন শুধু বিদ্ধকরণ দিয়ে খৃষ্টানদের কোনো ফায়দা হবে না। প্রায়শ্চিত্তবাদের মতবাদ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর বিশ্বাস খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। আমি সমস্ত খৃষ্টানকে চ্যালেঞ্জ করছি তারা আমার যুক্তি-প্রমাণকে নাকচ করুন।

খৃষ্টান: যোনার (ইউনুস—আঃ) নিদর্শন ও যীশুর নিদর্শনের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তা তিমির (মাছের) পেটের মধ্যে জীবন্ত থাকার এবং কবরের মধ্যে জীবিত থাকার মধ্যে নয়, বরং সেই সাদৃশ্য শুধু তিনরাত ও তিন দিন থাকার মধ্যেই বিদ্যমান।

আহমদী মুসলিম: আপনারা দাবী করছেন যে, সাদৃশ্যের যে কথা ছিল, তা পূর্ণ হয় নাই। আপনাদের মতে, যীশু কবরে ছিলেন একদিন,—তিন দিন দুই রাতও নয়, তিন রাতও নয়। এতে তো যীশুর সেই অনন্য নিদর্শনটিকেই ঝুটা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এটা কি কোনো খ্রীষ্টানের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব যে, যীশু কবরের মধ্যে তিন দিন তিন রাত ধরে অবস্থান করেছিলেন?

খৃষ্টান: ইহুদীরা এ কথা বলে নাই যে, যীশু মাত্র একটা অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, রোমান সম্রাজ্যের ইতিহাসেও এই ঘটনার উল্লেখ নাই।

আহমদী মুসলিম: ইহুদীরা তা স্বীকার করলে তো, তাদের যে ধারনা—যীশু ছিলেন প্রতারক, অতএব অভিশপ্ত—সেই ধারনাটাই মিথ্যা প্রমাণিত হত। পীলাত যদি যীশুর বেঁচে যাওয়ার সংবাদটা প্রকাশ হতে দিতেন, তাহলে তা হতো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের অপরাধকেই কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া। ইহুদীদের বিবৃতি ও পীলাতের বিবৃতি একই হওয়ার মধ্যেও বিস্ময়ের কিছু নেই। এই বিষয়টিতেও আস্থা স্থাপন করা কেবল তখনই সম্ভব, যখন ঐ বিবৃতিগুলোকে অবিকল অবস্থায় এবং হেফাজতে রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যাবে। সুস্থ বুদ্ধির কোন মানুষই শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর বিবৃতিকে ঘটনার প্রামান্য বিবরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। আপনারা যদি একান্তই ইহুদীদের রিপোর্ট মেনে নেন, তাহলে আপনাদেরকে ইহুদীদের সেই দাবীটাও মানতে হবে যে, রাত্রি-বেলায় যীশুর শিষ্যরা তাঁর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। (মথি ২৮: ১৩—১৫)

যীশুর জন্ম সম্পর্কে ইহুদীদের যে কি বিশ্বাস, তাও আপনারা জানেন। আপনারা এইগুলি মানতে রাজী আছেন?

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ: অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

সংবাদ

খিলাফত দিবসের রিপোর্ট

সুন্দরবন :— ইং ২৭ শে ১৯৭৯ রোজ রবিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিটে সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার স্থানীয় মসজিদে সদর মুরুব্বী জনাব ফারুক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে মহান খিলাফত দিবস পালন করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন আঃ কাইয়ুম ও নজম পাঠ করেন সদর মুরুব্বী সাহেব। খিলাফত দিবসের উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব জোনাব আলী সাহেব। ইহা ছাড়া খিলাফতের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আঃ সাদেক, নওসের আলী, জালাল উদ্দিন, মতিয়র রহমান, জনাব আলী সাহেব প্রমুখ। পরিশেষে খিলাফতের উপর এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন সভাপতি সাহেব। দোয়ান্তে সভার কাজ শেষ হয়। খাকছার —মোঃ আব্দুস সাদেক

একটি বিশেষ তবলিগি সফর

মোহতারম জনাব আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর আদেশক্রমে জনাব মাজহারুল হক সাহেব, মোতামাদ বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বিগত ১১।৬।৭৯ তারিখ হইতে ১৬।৬।৭৯ তারিখ পর্যন্ত এক বিশেষ তবলিগ সফরে পাবনা গমন করেন। অধ্যাপক জনাব রাজিব উদ্দিন সাহেবের (প্রফেসর, এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা) সহযোগিতায় তিনি বিভিন্ন খৃষ্টান দেশী এবং বিদেশী ধর্মযাজক এবং পাদ্রীদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনার বিষয় গুলর মধ্যে ছিল :

১। মানুষ কি জন্মগত ভাবে পাপী? ২। বাইবেলের দৃষ্টিতে আদম কি পাপী সাব্যস্ত হন? ৩। পাপ মোচন ৪। যীশু ক্রুশে মারা যান নাই। এই সকলের বিষয়ের উপরে আলোচনা হয় এবং পাদ্রীদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া জনাব রাজিবুদ্দিন সাহেবের বাসভবনে বিভিন্ন অধ্যক্ষ এবং পাবনার আলেম গণের উপস্থিতিতে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সেমিনারে জনাব মাজহারুল হক সাহেব (১) যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে : কোরআন ও বাইবেলের আলোকে (২) খেলাফত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন এবং সেমিনার শেষে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পরদিন জনাব হক সাহেব এডওয়ার্ড কলেজের একজন প্রভাষকের বাসায় অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনার বিষয় বস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : ১। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ২। ইসলামে খেলাফত ৩। খাতামান্নাবিঈন ৪। ইসলামের দৃষ্টিতে মোমেন কে?

১৬/৬/৭৯ তারিখে জনাব মজহারুল হক সাহেব ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২রা ও ৩রা জুন রোজ শনি ও রবিবার দুর্গারাম পুর আঞ্জুমানের আহমদীয়ার সালানা জলসা স্থানীয় মসজিদ প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত জলসায় পার্শ্ববর্তী জামাত সমূহ ছাড়াও রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মবাড়ীয়াসহ বিভিন্ন স্থান হতে বেশ কিছু সংখ্যক আহমদী এবং গায়ের স্থানীয় বহু আহমদী জলসায় যোগদান করেন।

প্রথম অধিবেশন শুরু হয় শনিবার বিকাল ৪ঘটিকার সময়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মৌঃ আহমদ আলী সাহেব, কোরআন তেলাপয়াত করেন মৌ. ছলিমুল্লাহ সাহেব সদর মোয়াল্লেম। নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব এস, এম, নঈম উল্লাহ ও জনাব নুরে-এলাহী সাহেব অতঃপর 'হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন চরিত, নামাজের গুরুত্ব, বর্তমান যুগে আসমানী আযাব ও উহা হতে পরিত্রাণের উপায়, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আঃ), 'কোরআন করিমের মাহাত্ম ও সৌন্দর্য, বিষয়—সমূহের উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আবদুল লতিফ সাহেব, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সৈয়দ আমিন আহমদ, আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম ও জনাব আবদুল খাতেম।

রবিবার সকালে ৭-৩০ মিঃ দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, পবিত্র কোরআন ও নযম পাঠের পর 'ইসলামে খেলাফত" খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য' মজলিসে আনসারুল্লাহর কর্তব্য ও দায়িত্ব, এতায়াতে নেযাম ও মালী কোরবানী শীর্ষক বিষয়ের উপর আলোচনা করেন আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, জনাব মোঃ আবদুল জলিল, অধ্যপক আজহার আলী সাহেব ও জনাব জাকিউদ্দিন সাহেব।

রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় তৃতীয় ও শেষ অধিবেশন মৌঃ সৈয়দ এজাজ আগমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী এর সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও নযম পাঠের পর 'হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবন চরিত, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বে শীর্ষক বিষয়ের উওর আলোচনা করেন মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী, মোয়াল্লেম, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম। সব শেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার পর জলসা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল—এতে গয়ের—আহমদীসহ বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

লাজনা এমাউল্লাহর অধিবেশন :

স্থানীয় লাজনা এমাউল্লাহদের আগ্রহে রবিবার সকাল ১০-৩০ মিঃ এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব 'সন্তান, সন্ততিদের প্রতি নারীদের

ভূমিকা, শীর্ষক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অতঃপর ভৈরব থেকে আগত মিসেস রাবেয়া লতিফের সভাপতিত্বে এবং স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট আবেদার বেগমের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নজম পাঠ করেন মোসাম্মৎ পারভীন, কোরআন তেলওয়াত করেন মাহমুদা সুলতানা (চায়না)। সুরা বাকারার ১৭ আয়াতের সুন্দর ভাবে তরজুমাসহ পাঠ করেন মোসাম্মৎ পারভীন। আল-ওসীয়ত থেকে পাঠ করেন উম্মে কুলসুম। সেলিনা এলাহী আমাদের শিক্ষা পুস্তক থেকে উদ্বৃতি পাঠ করেন। নাসেরাদের মধ্যে সাদেকা খান সুরা সামছ পাঠ করেন। মরিয়ম (খুকি) সুরা ফাতেহা তরজুমাসহ পাঠ করে শুনান। সাহেনা বেগম মসনুন দোয়াগুলির তরজমা করেন। সাদেকা খান ও আজিজা সুলতানা "আহমদীদের পন" নজম দ্বৈত কণ্ঠে পাঠ করেন।

সব শেষে সভাপতি সাহেবা লাজনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করার পর দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

[সংবাদের অবশিষ্টাংশ ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়া

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

জরুরী সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহ।

হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) শত বার্ষিকী আহমদী জুবিলী ফাণ্ড সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বাংলাদেশ আমীর সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার বাংলা তরজমা এতদসঙ্গে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হইল। আশা করি হুজুর (আইঃ)-এর এই চিঠি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া উহার গুরুত্ব অনুধাবন করিবেন। হুজুর আকদাস (আইঃ) নির্দেশ দিয়াছেন যে, জুবিলী ফাণ্ডের স্ব স্ব ওয়াদার তিনের এক অংশ ১৯৭৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সময়ের মধ্যে এই তিনের এক অংশ চাঁদা পরিশোধ করিতে পারেন নাই তাহারা যেন অতি সত্বর পরিশোধ করিয়া দেন। এতদিন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের জন্য আপনাদের নিকট হইতে Special চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছিল বলিয়া জুবিলী ফাণ্ড খাতে বেশী তাগাদা দেওয়া হয় নাই। এখন যেহেতু মসজিদ ফাণ্ডের জন্য সাধারণ ভাবে চাঁদা সংগ্রহ শেষ হইয়াছে তাই আমাদিগকে জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা আদায়ে গভীরভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

লক্ষ্য করা যাইতেছে যে জামাতে এমনও অনেক ভাই আছেন যাহারা এখনও শত-বার্ষিকী ফাণ্ডে ওয়াদা করেন নাই বা যাহারা ওয়াদা করিয়াছেন অথচ চাঁদা দেন নাই। যাহাদের পূর্বের চেয়ে অনেকাংশে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদিগকে ইহার (জুবিলী ফাণ্ডের) গুরুত্ব বুঝাইয়া নূতনভাবে ওয়াদা গ্রহণ করিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য বেশী বেশী তাগিদ দেওয়া প্রয়োজন।

এই সার্কুলার পাওয়ার পর জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা আদায়ের জন্য এই মাস অর্থাৎ জুলাই '৭৯ মাসের শেষ সপ্তাহে চাদা আদায় সপ্তাহ পালন করিবেন এবং সপ্তাহ পালন শেষে আপনার জামাতের ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ ওয়াদা, সাল-ওয়ারী আদায় এবং তিনের এক অংশ আদায়ের পূর্ণ তালিকা অত্র অফিসে অতি সত্বর প্রেরণ করিবেন, যাহাতে আমারা বাংলাদেশের জুবিলী ফাণ্ড চাদার পূর্ণ পরিস্থিতি হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অশেষ দোওয়ার ভাগী হইতে পারি। জামাতের সকল ভাইয়ের নিকট আমাদের সালাম ও দোওয়ার আবেদন রইলো। ওয়াস সালাম

খাকসার—
এন, এন, মোহাম্মদ সালেক
সেক্রেটারী, জুবিলী ফাণ্ড।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী প্রোগ্রাম সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর চিঠির বাংলা তরজমা

মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঃ আঃ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

ইতিপূর্বেও জামাতের মুখলেস বন্ধুগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে মসিহ মওউদ (আঃ)-এর প্রেরণের উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষের হৃদয়কে জয় করিয়া তাহাদিগকে এক জাতিতে পরিণত করিয়া মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর পতাকাতলে সমবেত করা। ইহা এমন একটি বিরাট দায়িত্ব যাহা আমাদের মত দুর্বল স্কন্ধের উপরে অর্পন করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য চরম কুরবানী পেশ করা ছাড়া হাসেল হইতে পারে না।

ইসলামের বিজয়কে লাভ করার জন্য জামাতের তরফ হইতে বিভিন্ন তাহরিকাত হইয়া থাকে— শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলি প্রোগ্রাম ইহাদের মধ্যে অন্যতম বিশেষ তাহরিক। যখন আমি এই কাজের ঘোষণা করিয়াছিলাম তখন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আহমদী বন্ধুগণ পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সহিত ইহাতে ওয়াদা লিখাইয়াছেন যে ওয়াদা পর্যায়ক্রমে আদায় হইতেছে।

তৃতীয় পর্যায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সনে শেষ হইতে চলিয়াছে। আপনাদের দেশে এই তারিখ পর্যন্ত যে চাঁদা আদায় হইয়াছে ইহার রিপোর্ট আমাকে অতিসত্বর পাঠাইয়া দিবেন। এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে এই তারিখ পর্যন্ত সমগ্র ওয়াদার এক তৃতীয়াংশ আদায় হওয়া উচিৎ। যদি ইহার মধ্যে কোন কমি বা অপরিপূর্ণতা থাকে তাহা হইলে বকেয়া আদায় করিবার জন্য সময় চাহিয়া নিবেন যেন আপনাদের দেশ বকেয়াদার হিসাবে গন্য না হয়।

জামাতের সকল বন্ধুগণকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের জন্য আমার এই পয়গাম দিবেন : "পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত কোরবাণীর মধ্যে আপনাদের কদম আগে বাড়াইতে থাকুন, আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে সাহায্য করুন।" আমীন। ওয়াস্‌সালাম

মীর্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সালেস

তাং—১৪/২/৭৯ইং

তালিমী পরীক্ষার ফল

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া কতৃক আয়োজিত তালিমী পরীক্ষায় বিভিন্ন জামাতের যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি কমপক্ষে ৪০ নম্বরের উর্দ্ধে নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশ করা হইল :—

চট্টগ্রাম জামাত :

১। জনাব জুলফিকার চারাভ ২। মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল। ৩। মোঃ আবুল হোসেন ৪। মোঃ আত্তাউর রহমান ৫। মোঃ রাশেদ আহমদ ৬। আরিফুজ্জামান ৭। মোঃ আশরাফুজ্জামান। ৮। সৈয়দা কাওসার পারভীন। ৯। শাহ আজিজুর রহমান।

সুন্দরবন জামাত :

১। মোঃ শহিদুল্লাহ সরদার ২। মোঃ আব্দুস সাদেক ৩। মোঃ মহিবুল্লাহ সরদার ৪। মোঃ আবু মোস্তফা ৫। মোঃ ইস্রাফিল হোসেন ৬। মোঃ আব্দুল মাজেদ ৭। মোঃ মওশের আলী ৮। মোঃ শাহীনুর ইসলাম ৯। মোঃ ইউনুস আলী ১০। মোঃ আকরাম হোসেন। ১১। মোঃ মঞ্জুর আলম সরদার ১২। আবু আহমদ ১৩। আবু মোসলেম ১৪। মোঃ আঃ মাজেদ (মোয়াজ্জেম) ১৫। মিজানুর রহমান ১৬। মোবারক আহমদ ১৭। মোঃ শহিদুল ইসলাম ১৮। মোঃ বাবলুর রহমান ১৯। মোঃ মহিউদ্দীন মোড়ল ২০। শেখ আঃ কাইউম ২১। মোঃ শফিকুল ইসলাম।

রংপুর জামাত :

১। আব্দুর রব ২। সেলিনা আখতার ৩। মোঃ মসিহুজ্জামান ৪। সায়েরা চৌধুরী

তেজগাঁও জামাত :

১। মোঃ মসিহুল হক ২। তৌহিদুল হক ৩। বোরহানুল হক ৪। খন্দকার বেনজীর আহমদ ৫। মোঃ মকসুদুল হক।

নারায়ণগঞ্জ জামাত :

১। মোঃ তাজুদ্দীন আহমদ ২। মঈনুদ্দীন আহমদ ৩। নাসিমা আহমেদ ৪। লাইলা আরজুমান্দ বানু ৫। সৈয়দা খানম। ৬। সৈয়দা বেগম ৭। তাহমিদা আহমেদ ৮। জান্নাত ফেরদৌসি বেগম।

ঢাকা জামাত :

১। মোঃ আফজাল হোসেন ২। মোঃ ইব্রাহিম খলিল ভূঁয়া ৩। মোঃ নওশাদ শামীমুল হক ৪। গিয়াসউদ্দীন আহমদ।

নাছিরাবাদ জামাত :

১। মোঃ মুজিবুর রহমান ২। মোঃ শওকাত আলী ৩। আব্দুল মওছুদ মিয়া

পাবনা জামাত : ১। অধ্যাপক রাজিবুদ্দীন আহমদ ২। আল আমীন।

কুষ্টিয়া জামাত : ১। আব্দুস সাদেক।

শ্যামপুর জামাত (রংপুর) :

১। ফেরদৌসী বেগম ২। নুরুন্নাহার বেগম। ৩। মুলিহা বেগম (চামেলী) ৪। মোঃ নাজমুল হক ৫। মাহফুজুর রহমান।

বিরপাইকশা জামাত (ময়মনসিংহ) :

১। মোঃ এমামুল হাকিম ২। মোঃ আব্দুল মান্নান (মোয়াল্লেম) ৩। হোসেন আরা বেগম। ৪। আম্বিয়া খাতুন।

জামালপুর জামাত : ১। মোঃ দসতুরুল্লাহ।

হোসনাবাদ জামাত : ১। মোঃ মোজাফফর আলী।

সাজাদপুর জামাত : ১। শহিদ মোহাম্মদ মসিহ।

খুলনা জামাত :

১। জি, এম, আব্দুস সাত্তার, ২। মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, ৩। মোঃ জিয়াদ আলী, ৪। এস, এম, রেজাউল করীম, ৫। মোঃ আব্দুল আজিজ, ৬। বেগম মনোয়ারা জিয়াদ, ৭। বেগম তাসলিমা আজীজ, ৮। আহসান জামীল, ৯। রওশন আহমদ (নাসেরা), ১০। হাসিব আহসান।

বিঃ দ্রঃ—বিগত জলসার সময় অফিশের কাগজ-পত্র স্থানান্তরের সময় ময়মনসিংহ জামাতের পরীক্ষার খাতাগুলি হারাইয়া যাওয়ায় উক্ত জামাতের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা গেল না বলিয়া আমরা খুবই দুঃখিত। খাকসার—সেক্রেটারী তালিমী, বাংলাদেশ আঃ আঃ

—০—

২৭শে মেঃ স্মৃতি-দর্পণ !!

খেলাফত, খেলাফত—
সেই তো নবীর স্বর্গ-রাজ্য—
"মিনহাজুন্নবুয়ত।
বিশ্ব-মানব ধ্বংস মুখে নাই কারও আশ্রয়
ভূ-পৃষ্ঠের সেই স্বর্গবাসী নিরাপদ নিশ্চয়।
আনবিক রণ আনবে যখন মহাপ্রলয়-সাজ
মস্তিষ্ক ক্রিয়ার কারখানাতে বন্ধ হবে কাজ।
স্বর্গের ডাক তুচ্ছ করে শান্তি-সম্মিলন
শান্তি-ধ্বনির অন্তরালে অগ্নি-বরিষণ।
হায়, হায়, হায় ইবলিসের কেন্দ্র কাণ্ড-কারখানা
কোরআন খোলে দেখো দাজ্জাল দীর্ঘকালের জানা।
ভূ-ধর, সাগর আন্দোলিত আপদ-সৃষ্টির পাপে
মানব-রাজ্যে ধ্বংস ক্রীড়া ভীষণ ধাপে ধাপে।
ভূ-লুণ্ঠিত তখ্‌তে তাউস-পথিক শাহান-শাহ
অরণ্যেও বরেণ্য লভে অপমানের ঘা!
অফুরন্ত নর-নারী উধাও ছিন্নমূল
আহার-বিহার বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রতিকূল
হেস্ত-নেস্ত অন্ত-পদে ব্যস্ত রাত্রি-দিন
বিশ্ব-পিতার ভরসা-বাক্যেও বেচারা আস্থাহীন!
লক্ষ্য কর নব্য কিশোর ঊর্ধ্বে চলার পথ—
পাশ্চাত্যাজ্য বস্তুবাদীর শুষ্ক অভিমত।

চালাও মনোরথ—
অন্ধকারের বন্ধ কারার নাই সে আলোর পথ
ঐ সে খেলাফত
ভূ-স্বর্গে দেখবে খোদার
দ্বিতীয় কুদরত!
ঐ হের রহমতের আলোক প্রাপ্ত
সেই জাতির উত্থান
দুগ্ধ-মধুর নহর-তীরে জান্নাত অবস্থান!
নূতন আকাশ, নূতন বাতাস, নূতন পৃথিবীতে
নূতন জীবন সঞ্চারিত নব্য মুস্লিম-চিত্তে।

— চৌধুরী আফ্‌জল মজিদ

রমজান মোবারক সম্পর্কে সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পবিত্র রমযান মাস সমাগত প্রায়। এই মোবারক মাসে যাহাতে কুরআন শরীফের দরস বা-কায়দা দেওয়া হয় সেইজন্য প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী এবং মোয়াল্লেম সাহেবানকে মজবুত ইন্তেজাম করার অনুরোধ করা যাইতেছে।

(১) যথানে মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম আছেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দরসের ব্যবস্থা করে নেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব তাহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী মোয়াল্লেম নাই, সেই জামাতের যে কোন একজন কুরআন জানা লোক দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা ছাড়া জামাতে যদি কুরআন শরীফের আমাদের জামাতের উর্দু তরজমা বা তফসীর বাংলা করিয়া দরস দেওয়ার কোন লোক না থাকে, তাহা হইলে বাংলা পড়িতে জানেন এইরূপ কোন শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতা 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুরা কাওছার, সুরা ফালাক, সুরা নাছ এবং সুরা এখলাস-এর তফসীর এবং সুরা ফাতেহার তফসীর পাঠ করিয়া শুনাইবেন। যাহাতে আহমদী পত্রিকা হইতে ধারাবাহিক ভাবে উপরোক্ত সুরা সমূহের তফসীর পাঠ করিয়া শোনান যায় সেইজন্য আগে হইতেই পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে এক প্যারা করিয়া নামেরা কুরআন পাঠ করিবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসকে অবগত করাইবেন।

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত সকল বন্ধু বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্ন নেগরানী রাখিবেন। গ্রামবাসী যাহারা শারীরিক কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১৫০/০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের একাংশ রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহমদী ভ্রাতাদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন এবং বাকী টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া তেজগাঁও, মোমেনসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ এর মত শহরের ফিদিয়া হইবে ২০০/ (দুই শত) টাকা। আল্লাহ যাহাদের মালী হালাত ভাল করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী দিবেন।

(৩) চাউলের কন্ট্রোল দর অনুযায়ী এইবার রাথাপিছু ৫/৫০ টাকা হারে ফিৎরানা ধার্য্য করা হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমনকি এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দেওয়া লাজেমী। রমযানের ২০ তারিখের মধ্যে সকল ফিৎরানা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের অন্তত তিন দিন পূর্বে বিতরণ করিবেন। মোট ফিৎরানার দশ ভাগের এক ভাগ কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে। যে জামাতে স্থানীয়ভাবে ফিৎরানা পাইবার অভাবী আহমদী নাই, সেই জামাত সমস্ত বা উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

(৪) রমজান মাস এবাদত বন্দেগীর এক বিরাট মওকা বহন করিয়া আনে। সকল ভ্রাতা নামাজ তাহাজ্জুদ, নফল ইবাদত, তেলাওয়াতে কুরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, এস্তেগফার দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টায় রত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ বাজামাত পড়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জামাতে সকল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে নিয়া নামাজ পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ বাজামাত পড়া সম্ভব নয়, সেখানে অবশ্যই তারাবীহ নামায বাজামাত ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবেন, বাজামাত তারাবীর নামায পড়িয়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যায়।

(৫) আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য, সুদীর্ঘ কার্যক্রম এবং সকল জিন্দেগীর জন্য এবং সারা বিশ্বে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও ইজতেমায়ী দোওয়া জারী রাখিবেন।

(৬) রমজান মাসের শেষ দিনগুলিতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) 'ইতেকাফ' করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী বেশী বন্ধু ইতেকাফে সমবেত হন, তাহার জন্য এখন হইতে চেষ্টা করিবেন।

(৭) ঢাকা মসজিদের নির্মাণ কার্য্য যাহাতে শীঘ্রই সুসম্পন্ন হয় এবং হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর শুভাগমন যথা সময়ে হয় তাহার জন্য রমজান মোবারকে সকলে বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন। বাংলাদেশ জামাতের সর্বময় কল্যাণের জন্য দোয়ার বিশেষ আবেদন করিতেছি। আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াসসালাম।

ইতি—
তারিখ: ১৪/৬/৭৯

খাকছার—মোহাম্মাদ
আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

কায়েদ সম্মেলন : ২২ শে জুলাই ১৯৭৯ইং

সকল মজলিসের কায়েদ সাহেবদিগকে জানানো যাইতেছে যে, আসন্ন ৮ম বার্ষিক ইজতেমাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক বিষয়াদির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য আগামী ২২শে জুলাই, ১৯৭৯ রোজ রবিবার ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে "কায়েদ সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ।

উক্ত সম্মেলনে সকল বিভাগীয় কায়েদ, জেলা কায়েদ ও স্থানীয় কায়েদগণকে যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত যথাসময়ে ঢাকায় পৌঁছিতে চেষ্টা করিবেন—যাহাতে রবিবার সকাল ৯টা হইতে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করা যায়। আসার সময় মজলিসের কার্যাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট (অনধিক ২ পৃষ্ঠা) সঙ্গে আনিবেন।

এই সম্মেলনে সকল কায়েদ সাহেবার যোগদান করা একান্ত প্রয়োজন। যদি কোন কারণে কায়েদ সাহেব আসিতে অপারগ হন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মজলিসের মোতামাদ অথবা মজলিসে আমেলার অন্য কোন সদস্য কায়েদের প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মেলনে আসিবেন।

মোঃ আবদুল জলিল
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে ডাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar